দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 NOV 1989
পৃষ্ঠা 8 কলাম 5

153

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র পুনর্বহালের জন্য আবেদন

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি, একই অপরাধে কাউকে দু'বার শাস্তি দেয়া আইনের দৃষ্টিতেও যেমন বেমানান, তেমনি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও অস্বাভাবিক। তদ্রূপ করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের বেলা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। গতবছর ডিগ্রী পরীক্ষার প্রথমদিন বাণিজ্য বিভাগের কিছুসংখ্যক ছাত্রের অসদাচরণের পরিপ্রেক্ষিতে যে অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল এবং যা শুনেছি, তার জন্য বহিরাগত অনিয়মিত প্রায় হাজারখানেক ছাত্র দায়ী। তাদের আগমনেই পরিবেশের ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটে এবং এর ফলে বাণিজ্য বিভাগের প্রথমদিনের পরীক্ষার উত্তরপত্র কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেননি। তারপর দিন থেকে যথারীতি সমস্ত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিয়মিত পরীক্ষা দিয়ে যায়। পরিদর্শক মহোদয়গণ উত্তরপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং উত্তরপত্রও গ্রহণ করেন। এমন কি লিখিত পরীক্ষার প্রায় মাসাধিকাল পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপস্থিতিতে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদেরও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

ছাত্ররা যখন তাদের ফলাফল ঘোষণার অপেক্ষায় ছিল তখন বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমস্ত ফলাফল বাতিল বলে ঘোষণা করেন। তারপরও স্থগিত ঘোষিত ফলের পরীক্ষার্থীরা কর্তৃপক্ষের আশ্বাস প্রত্যাশায় পুনরায় টাকা পয়সা খরচ করে আশায় বুক বেঁধে এ বছরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। গত ২৪শে অক্টোবর '৮৯ কলেজ কর্তৃপক্ষ বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় আবারো ঘোষণা দিলেন যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ ডিগ্রী কেন্দ্র অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল করেছে। এবং সমস্ত পরীক্ষার্থীকে ১৬ই নভেম্বর '৮৯ অনুষ্ঠিতব্য ডিগ্রী পরীক্ষা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজে যেয়ে অবতীর্ণ হতে হবে। এই দুর্মূল্যের বাজারে এত অল্প সময়ের মধ্যে তাড়াহুড়া করে উল্লেখিত কেন্দ্রদ্বয়ে যেয়ে পরীক্ষা দেয়া কি আদৌ সম্ভব? মেয়েদের ক্ষেত্রে তো আরো কত আরো শোচনীয়। অথচ কর্তৃপক্ষ তো নতুন-পুরাতন উভয় পরীক্ষার্থীকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন এই কলেজেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন যদি কোন কিছু পূর্বাহ্নে আঁচ করে থাকেন তবে সর্বস্তরের জনগণের সাহায্য চাওয়া কি উচিত ছিল না? ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দলমত নির্বিশেষে সবাইতো এই ব্যাপারে প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে। অতীতের SS.C. ও H.S.C. পরীক্ষা তো তারই প্রমাণ। গতবছর পরীক্ষা কেন্দ্রে যদি কোন অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে সেটাকে চিন্তায় রেখেও তো সংশ্লিষ্ট মহল জেলাবাসীর অবগতি সাপেক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতা চাইতে পারতেন। সারাদেশে যেভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় চলছে সেক্ষেত্রে বিতর্কের উর্ধে তো কেউ নয়। যে অবক্ষয় রোধকল্পে আমাদেরকেই তো আন্তরিক হয়ে যে যেই অবস্থায় রয়েছি সেক্ষেত্র থেকে দেশপ্রেমিক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত মানেই তো দেশপ্রেমের সোল এজেন্ট নয়। মাথা ব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলা যেমন কোন চিকিৎসা নয় তেমনি কিছু ছাত্রের কার্যকলাপ যদি খারাপ হয়েও থাকে তার জন্য হাজার হাজার ছাত্রকে হয়রানি করা--দুর্ভোগে ফেলে দেয়া সঠিক বিচার নয়। আইনশাস্ত্রে বলে দশটা অপরাধী রেহাই পেয়ে যেতে পারে কিন্তু একজন নিরপরাধ ব্যক্তি যেন সাজা না পায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ কেন্দ্রের ডিগ্রী পরিক্ষার্থীদের বেলায় কর্তৃপক্ষ এত রূঢ় ও নির্মম কেন? তা বোধগম্য নয়।

কাজেই আমার আবেদন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ চ্যান্সেলর সমীপে, অনুগ্রহপূর্বক আমার বক্তব্যটা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করে আগামী ১৬ই নভেম্বর '৮৯ অনুষ্ঠিতব্য ডিগ্রী পরীক্ষা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুনর্বহালের ব্যবস্থা করলে ছাত্র অভিভাবকমহল বহুমুখী হয়রানি থেকে রক্ষা পাবে।

আকছির এস চৌধুরী,
স্বত্বাধিকারী,
চৌধুরী প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।